পূর্বানুমিত মৃত্যুর কথকতা

সৈকত মুখোপাধ্যায়

এক

না, মার্কেজ নয়। মার্কেজ, বোর্হেস, রুশদি, গুন্টার গ্রাস কেউ নয়।

জীবনে প্রথম ম্যাজিক রিয়ালিটির গল্প শুনেছিলাম উত্তরপাড়ার শিবরাম মুখুজ্জের কাছ থেকে। শুধু শুনিইনি; নিজে সেই কাহিনির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম। তখন আমার বয়স পাঁচ।

সেদিনই আমাদের পালিতা মুলতানি গাই সুরভি তার প্রথম কন্যার জন্ম দিয়েছে। হ্যাঁ, চল্লিশ বছর আগে উত্তরপাড়ায় অনেক বাড়িতেই পোষা গোরু এবং গোয়াল ছিল। গোয়াল, লাউমাচা, খাটা পায়খানা, হনুমান, দম-দেওয়া ঘড়ি, গৌরী সিনেমাহল্, নিব-পেন, কালির বড়ি, হাম্বার সাইকেল, পাঁচ সেলের টর্চ— সব কিছুই ছিল। তারও অনেক বছর আগে উত্তরপাড়ায় নিশ্চয় ডায়নোসরও চরে বেড়াত। কালের নিয়মে ডায়নোসর এবং ওপরের তালিকাভুক্ত বস্তুগুলি একই ভাবে অবলুপ্ত হয়েছে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। তা যা বলছিলাম...

সুরভির প্রথম দুধটুকু একটা পেতলের ঘটিতে ধরে নিয়ে দাদু আমাকে ডাকলেন, চল্ দাদুভাই। মাকিপীরকে দুধ দিয়ে আসি। আগে বলিনি বোধহয়, শিবরাম মুখুজ্জে আমার দাদুর নাম, বছর তিরিশ আগে ঈশ্বর হয়ে গেছেন।

শহরের ব্যস্ত জায়গাটুকু পেরোতে শিশুপদক্ষেপেও তখন আট মিনিটের বেশি লাগত না। পিচের রাস্তা ছেড়ে এসে পড়লাম ইঁট বাঁধানো রাস্তায়। একটু বাদে সেই রাস্তাও ফুরিয়ে গেল...কাঁচা মাটির পথ। দু পাশে বড় বড় পুকুর, মানকচুর ঝোপ, টালির চালের এক দুটো বাড়ি। চালতা গাছের ঘন পাতার আড়ালে বসে বসন্তবৌরী একটানা টুঙ টুঙ শব্দে ডেকে যাচ্ছে। রোদ ঝমঝম করছে চারদিকে। এক গৌরবর্ণ বৃদ্ধ... উদোম গায়ে চুনি পাথরের মতন ছড়ানো ছিটোনো একগাদা লাল তিল...তার হৃষ্টপুষ্ট কেলেকেষ্ট নাতিটিকে নিজের শরীরের ছায়ায় আড়াল করে নিয়ে হাটতে হাটতে সেই শেষ লোকালয় পেরিয়ে গেলেন।

তারপর শুধুই মাঠ।

মাঠ আর পায়ে চলা পথের কাটাকুটি। খোঁটায় বাঁধা গোরুর পিঠে বসে আছে ফিঙে। গোঁত্তা মেরে ফড়িং ধরছে। চড়া রোদ্দুরে ল্যানটানা গাছের ঘামের ঝাঁজালো গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। আর কিছু মনে নেই।

—দুদু, আমরা কোথায় যাচ্ছি গো?

—বললাম না, মানিকপীরতলায়।

—কী আছে গো সেখানে?

—মানিকপীর বাবা আছেন। কবরের তলায় শুয়ে।

—বেঁচে আছে?

—আছেন বৈকি। ওখানে শুয়ে শুয়েই সমস্ত গোরুছাগলের মঙ্গল করেন, তাদের রোগবালাই দূর করেন। তবে...

—কী তবে?

—ঠায় শুয়ে থাকতে থাকতে ওনার গলা শুকিয়ে যায়। কবরের নীচে তো হাত পা নাড়া যায় না। নিজে নিজে জল খেতে পারেন না তাই...

—তাই কী?

—তাই যার যখন গোরুর দুধ আসে, একঘটি ওনার গলায় ঢেলে দিয়ে যায় আর কি।

খানিক পরে, ছায়ছন্ন এক ঘরে, সবুজ চাদরে ঢাকা উঁচু মাজারের একপাশে একটা গর্ত দিয়ে আমিই ঘটির দুধটুকু উপুড় করে ঢেলে দিলাম। বগ বগ করে সেই দুধ নেমে গেল...পরিস্কার দেখতে পোলম...হাঁ করে শুয়ে থাকা রোগা দাড়িওলা এক বুড়োর মুখে। নড়তে পারে না, চড়তে পারে না, অথচ যার খুব তেষ্টা পায়। একবুক তেষ্টা নিয়ে জেগে থাকে, কখন কে একঘটি দুধ তার গলায় ঢেলে দিয়ে যায়। এইভাবে আমি এক ম্যাজিক রিয়্যালিটির অংশীদার হয়েছিলাম।

এই ভাবে আমি অনেক ম্যাজিক রিয়ালিটির অংশীদার হয়েছি এবং হচ্ছি।

এইভাবে আপনারাও অনেক ম্যাজিক রিয়ালিটির অংশীদার হয়েছেন এবং হচ্ছেন।

যেটা বলতে চাইছি সেটা হল, ম্যাজিক রিয়ালিটি বস্তুটা ভারতীয়দের, অর্থাৎ মূলত পৌত্তলিক, জন্মান্তরে বিশ্বাসী হিন্দু এবং তাদের গা ঘেঁষে থাকা অন্যান্য ধর্মের লোকেদের কাছে নতুন কিছু নয়। আমরা ম্যাজিক রিয়ালিটির মধ্যেই বাস করি।

এবং এটাই বোধহয় এক নম্বর কারণ যার জন্যে ম্যাজিক রিয়ালিটি ঘরানার লেখালেখি এখানে খুব বেশি জনপ্রিয় হয়নি কোনদিনই। প্রাথমিক আগ্রহ কিছু থেকে থাকলেও তা দ্রুত বিলীন হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ম্যাজিক রিয়ালিটির উত্থান সম্বন্ধে একটা থিয়োরি হল— লাতিন আমেরিকান স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে এই লেখাগুলো না কি চোরাগোপ্তা ইস্তাহারের কাজ করে। করতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে যদি তা করেও, তার

সঙ্গে আমার, বাঙালি পাঠকেরা, নিজেদের কতটা একাত্ম করতে পারব? ঈশ্বর কৃপায়, ডেমোক্রেসির বাইরে আমরা অন্য কোনোরকম শাসন দেখিনি।

তৃতীয়ত, বাস্ট কলোনিয়াল কণ্ঠস্বর হিসেবে ম্যাজিক রিয়ালিটিকে ভাবটাও একটু অতিসরলীকরণ, কারণ খোদ কলোনিয়ালিজম্ ব্যাপারটাই অত সরল নয়। আজ যে ঔপনিবেশিক কাল সে স্যাভেজ — এটা হতেই পারে। এ ব্যাপারে ইতিহাস পড়ার থেকে ভালো কোয়েটজির ডিসগ্রেস এবং অন্যান্য লেখালেখিগুলো পড়ে ফেলা। দক্ষিণ আফ্রিকার সাদাদের আজকের হাঁড়ির হাল দেখে আপনারও মন খারাপ হয়ে যাবে। আর যদি আমাদের দেশের কথা ভাবেন তা হলে দেশের ভেতরে লুকিয়ে থাকা বিদেশ, প্রতিবেশীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রভু, মার্জিনালের মধ্যে অতি - মার্জিনাল খুঁজে খুঁজে আপনার চোখে ঝিলমিল লেগে যাবে। তল পাবেন না, থই পাবেন না। কখন যেন শিকার নিজেই শিকারি হয়ে বন্দুক বার করে বোঝা কঠিন। তখন তার লেখালেখি কি আর উপনিবেশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে? এই প্রশ্নই উঠেছে তুরস্কের অরহান পামুকের লেখালেখি নিয়েও।

চতুর্থত, এবং আমার কাছে এটাই ম্যাজিক রিয়ালিটিতে অরুচির সবেচেয়ে বড় কারণ, এমন লেখা লেখাটা বড় সহজ। আপনি একবার যদি সুবর্ণগোলক ধরণের একটা কিছু বানিয়ে ফেলতে পারেন, তাহলেই আপনি লাইসেন্স পেয়ে গেলেন সেই আবিষ্কারের কাঁধে ভর দিয়ে পাতার পর পাতা আজগুবি লিখে যাওয়ার। সে গোলকটি হাতে পেলেই মাসি মেসো হয়ে যাবে, চাকর দাসী হয়ে যাবে, বড়লোক গরীব এবং গরীব মানুষ বড়লোক হয়ে যাবে। শর্ত একটাই— আজগুবিগুলোকে পাতে দিতে হবে খুব ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে। যেন এমনটা তো নিত্যিদিন হয়েই থাকে। তা সেটা আর কঠিন কাজ কি? আমাদের ত্রৈলোক্যবাবু কোনো ইজম্ টিজমের ধার না ধেরেই ও কম্ম অনেক করেছেন।

বুঝতে পারছি, পণ্ডিত পাঠকদের হাতে তুলোধোনা হবার সময় এসে গেছে। এই অবধি পড়েই তারা ভুরু টুরু কুঁচকে বলতে শুরু করেছেন, রে রে অর্বাচীন! ম্যাজিক রিয়ালিটির মধ্যে ক্যাজুয়াল ভঙ্গির আজগুবি কথন ছাড়া তোর কি আর কিছুই চোখে পড়ল না? কোনো প্যারাবল্? কোনো সুররিয়াল? ফেবল্? মরাল (রাজহাঁস নয়, Moral)?

উত্তরে বলি, হ্যাঁ। পড়েছে। কিন্তু আপনাদের থেকেও যারা বড় পন্ডিত তারা তন্মুহূর্তে আমার কান মুলে দিয়ে বলেছেন, ও হে কুলাঙ্গার! ওগুলো ম্যাজিক রিয়ালিটির গোত্রে আদপেই পড়ে না। তোমার দৃষ্টিবিভ্রম হচ্ছে।

আমি কোনদিকে যাই?

উদাহরণ চান? দাঁড়ান দিচ্ছি।

গালিভার্স ট্র্যাভেলস্। — পন্ডিতেরা নাক কুঁচকে বলেছে, ওঃ! আবারও সেই অ্যালিগোরি? আরে লিলিপুটেরা কি সত্যিই লিলিপুট, না কি ব্রবডিংনাগেরাই ব্রবডিংনাগ? ও তো মানুষ্যত্বের ছোট আর বড় কথা বলা হয়েছে। অতএব যতই ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে ম্যাজিকের কথা বলা হোক, গালিভার্স ট্রাভেলস ফেল। মনে রেখ, ম্যাজিক রিয়ালিটি অ্যালিগোরি নয়।

মেটামরফোসিস — পন্ডিতেরা আকাশের পানে চেয়ে বললেন, উঁহু। এটা মোটেই ম্যাজিক রিয়ালিটির গল্প নয়, কারণ কাহিনির নায়ক সামসা নিজেই নিজের পোকা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বাড়ির অন্য লোকেদের জানাতে সঙ্কোচ বোধ করছিল। শেষতক, তার বাড়ির লোকেরাও সামসা - পোকাকে মেনে নিতে পারল না, মেরে ফেলল। অতএব রিয়ালিটি এবং ম্যাজিক মিলল না। তাদের বিরোধ থেকে গেল। উপরন্তু গল্পটির পরতে সুররিয়ালিস্টিক কান্ডকারখানা। আপাতভাবে যা বলা হয় তার ভেতরে রয়ে গেল অবচেতনার ওলোটপালোট। অতএব মেটামরফোসিস ফেল ফেল। ডাহা ফেল, মনে রেখ ম্যাজিক রিয়ালিটিকে প্রাত্যহিক বস্তুজগতের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। মনোজগতে এক পা ফেলছ কি ঘ্যাচাং ফুঃ ম্যাজিক রিয়ালিটি আর সুররিয়াল এক নয়।

ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড — পন্ডিতেরা খড়ম নিয়ে ধাবমান। রাম রাম, হাক্সলির পো লিখেছে এক সায়েন্স ফিকসন্, আর তাকে কিনা তুই ম্যাজিক রিয়ালিটি বলে চালাতে চাইছিস? আরে এখনকার বিজ্ঞানকে এটুখানি লম্বা করে নিলেই তো ওই...ওই..কন্ট্রোলড সেক্স আর সেক্সবিহীন প্রজনন আর কেমিক্যালি ট্রিটেড বাচ্চাকাচ্চা সবকিছুই পাওয়া যায়। যায় ন? না না, এর মধ্যে ম্যাজিক কোথায়? তাহা ব্যতীত, ওই উপন্যাসটির মধ্যে যে বর্তমান প্রজন্মের জন্য এক প্রচ্ছন্ন সাবধানবাণী লুক্কায়িত রহিয়াছে, তা ইহাকে ফেবলের চরিত্র দান করিয়াছে। ম্যাজিক রিয়ালিটি সায়েন্স ফিকসনও নয়, ফেবলও নয়—এটা মনে রেখো হতভাগা।

মিডনাইটস্ চিলড্রেন — পন্ডিতেরা মাথা চুলকে বলেন—অনেকখানি মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু ওই যে গল্পের নায়ক সালিম নিজেই পদ্দাকে বলেন না,'succeed,' এইসব বলার পর যখন সালিম বেতের চুবড়ির ভেতর থেকে ভ্যানিস হয়ে যায় তখন পদ্মার কাছে সেটা ম্যাজিক, কিন্তু সালিমের কাছে বাস্তব। তো এই যে বাস্তব না কি ম্যাজিক, এই নিয়ে দ্বিধা সন্দেহ— এ সব কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা এক জ্যঁ-র লক্ষণ। সে জ্যঁ-টির নাম ফ্যানটাসি। অতএব, না ভাই, দুঃখিত। মিডনাইটস্ চিলড্রেনও পাশ করতে করতেও করল না। ম্যাজিক রিয়ালিটি ফ্যানটাসি নয়। বলাই বাহুল্য, স্যাটানিক ভার্সেসও ইসলামের রূপক হওয়ার কারণে ম্যাজিক রিয়ালিটির গোত্রভুক্ত হল না।

খুব ভরসা ছিল আর দুটি বই নিয়ে। এক গুন্টার গ্রাসের টিন ড্রাম, আর ইতালো ক্যালভিনোর, এটি অবশ্য নভেল নয়, গল্প, দ্য ব্যারন ইন দ্যা ট্রীজ। যদি ম্যাজিক রিয়ালিটি মানে হয় অত্যন্ত ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট সুরে দৈনন্দিনতার

মধ্যে ম্যাজিক বুনে দেওয়া, তাহলে বামন অস্কারের থেকে বেশি সফল কে? কিন্তু না, খেয়াল করিনি, গোড়ায় গলদ ছিল। পণ্ডিতেরা ঠিক খব করে পাকড়ে ফেলেছেন। আরে, অস্কার পাগলাগারদের বাসিন্দা ছিল না? তব্বে এ এ এ ? চালাকি ন চলিষ্যতি বাবা। পাগলের জগতকে তো ঠিক রিয়াল বলা যায় না। আর ব্যারন ইন দা ট্রিজ? ওটার যে বাস্তবতা তাও তো আমাদের চেনা বাস্তবতা নয় গো। একটা ছেলে গাছে উঠে গেল। তারপর আর নামতে চাইল না। গাচের জীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা রইল বাকি গল্প জুড়ে। কিন্তু ওই গাছের জীবন কি আমাদের চেনা হঁহু। ফেল।

বিশ্বাস করুন ধীমান পাঠককুল। ম্যাজিক রিয়ালিটিকে ভালোবাসবো বলে সাধ্যমতন নিজের ভালোলাগা বইগুলোকে নিয়ে পণ্ডিতদের দোরে দোরে ঘুরেছি। শুধিয়েছি, দ্যাখো দেখি, এটা কি ম্যাজিক রিয়ালিটি নয়? তা হলে এটা দ্যাখো। এত সুন্দর, এমন মায়াময়। এ তো ম্যাজিক রিয়ালিটি না হয়ে যায় না। তারা বলেছেন, উঁহু।

এইভাবে কেটে গেছে অরুন্ধতী রায়, অমিতাভ ঘোষ। কেটে গেছে সেইন্ট কমটে ডি এক্সুপেরির দ্য লিটল্ প্রিন্স। এমন কি যদিও ইংরাজিভাষী সমালোচকদের কাছে যাচিয়ে নেবার সুযোগ নেই, তবু নিশ্চিন্ত জানি, কোনো না কোনো নিরিখে ঠিক বাদ পড়ে যাবে হলদে পাখির পালক, মহিষকুড়ার উপকথা, এমন কি ভুতপত্রির দেশ আর খাজাঞ্চির খাতা।

তাহলে বাকি কী রইল? লাতিন আমেরিকার মুষ্টিমেয় লেখকের অঙ্গুলিমেয় উপন্যাস? যে উপন্যাসগুলি ফেবল্ নয় প্যারাবল্ নয়, সুররিয়াল নয় সায়েন্স ফিকসন্ নয়, দর্শন নয়, কবিতা নয়, হৃদয় ও সমাজের ভাষ্য নয়, স্বপ্ন দেখায় না, গল্প শোনায় না, পাঠান্তে গুম হয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে না, কাঁদতে ইচ্ছে করে না, নিজের যাপিত জীবনকে পাল্টে ফেলার জন্য এক মুহূর্তের অভিলাষ জাগে না। — শুধু বৌদ্ধিক এক কন্ডুয়ন, আর একখানি গালভরা নাম? শুধু সুবর্ণগোলকের সহজতা?

তাই যদি হয়, তাহলে সে ম্যাজিক রিয়ালিটিতে সৈকত মুখার্জীর রুচি নেই।

দুই

রুচি নেই বলেই ভালো লেগেছিল গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের ''ক্রনিকল্ অফ এ ডেথ ফোরটোল্ড'' (মূল স্প্যানিস বইটার নাম Cronica de una muerte anunciada. আমার কাছে রয়েছে গ্রেগরী রাবাসা কৃতি ইঁরিজি অনুবাদ)। মার্কেজের রচনা হলেও এই বই ম্যাজিক রিয়ালিটির ধার ধারে না। এ এমনই এক আখ্যান যার শ্রেণীবিন্যাস অসম্ভব। একাক্ষর মন্ত্রের মতনই একক এই উপন্যাস।

যে ঘটনাকে ঘিরে এই আখ্যান গড়ে উঠেছে তা আমাদের দেশে খুব একটা অচেনা নয়। এখানকার ইংরিজি সংবাদপত্তরগুলোয় 'অনার কিলিং' কথাটা ইদানিং বেশ কয়েকবার দেখলাম। রাজস্থান - টাজস্থানে কোনো উচ্চ বংশের পরিবারের বোন বেজাতের ছেলেকে ভালোবেসেছে বলে তাকে খুন করেছে দাদা ভাইয়েরা— ব্যাপারগুলো এইরকম।

মার্কেজের উপন্যাসের পটভূমি যথারীতি কলম্বিয়ার উপকূলের কাছাকাছি কোনো শহর, যা তার জন্মভূমি আরাকাটাকা হতেই পারে। 'ওয়াল হান্ড্রেড ইয়ারস অফ সলিচিউড' বা 'অটাম অফ দ্য প্যাট্রিয়ার্ক' -এর মতনই সে আরব আর হিস্পানিক সংস্কৃতির অবিরাম টানাপোড়েন এখানেও লক্ষণীয়। সেই ধুলোয় রাস্তা, অলস আবহাওয়া, ইক্ষুমদ আর কার্নিভাল।

শুধু এখানে মানুষের ল্যাজওলা বাচ্চা জন্মানোর ভয় নেই, হাওয়ায় ভাসমান সন্ন্যাসী নেই, একটা পুরো শহরের অনিদ্রারোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা নেই কিম্বা কবরের ভেতর সুন্দরীর কেশরাজি এখানে প্রতিদিন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে ওঠে না। এখানে তেইশ বছর আগে ঘটে যাওয়া এক হত্যাকান্ডকে কথক তার নিজের এবং সমসাময়িক আরো কিছু প্রত্যক্ষদর্শীর জবানি থেকে পুনর্নির্মাণ করে নিতে চান।

প্রথমেই যা লক্ষনীয়, তা হল যদিও একটা হত্যাকান্ডই ঘটে গিয়েছিল, তবু গ্রন্থনামে 'হত্যা' 'মার্ডার' শব্দটা নেই। আজ 'মৃত্যু'। 'ডেথ'। কেন?

কারণ এই উপন্যাসে যে হত্যার কথা বলা হয়েছে, যেভাবে সেই আরব্ধ হত্যালীলাটির ধীর, নিয়তি নির্দিষ্ট গতিপথকে লোভাতুর পিঁপড়ের মতন অনুসরণ করা হয়েছে, তাতে হত্যাও অর্জন করেছে মৃত্যুর মতই এক অবশ্যম্ভাবিতা। হত্যা আর মৃত্যু আর আলাদা থাকছে না যেন।

'ফোরটোল্ড'। আগেই বলা হয়েছিল।

পাবলো ভিকারিও আর পেড্রো ভিকারিও দুই ভাই তাদের শুয়োর জবাই করা ছুরিতে শান দিতে শান্ত গলায় ঘোষণা করেছিল, যে তারা সান্তিয়াগো নাসেরকে খুন করবে। কারণ শান্তিয়াগো নাসের তাদের বোন অ্যাঞ্জেলা ভিকারিও কৌমার্যহরণ করেছে। ফুলশয্যার রাতে অ্যাঞ্জেলার স্বামী নবোঢ়ার ক্ষতযোনি আবিষ্কার করে, এবং তাকে পরিত্যাগ করে। পরিবারের এই তীব্র অপমানের প্রতিশোধ নিতেই ভিকারিও ভ্রাতৃদ্বয় ঘোষণা করে যে, তারা নাসেরকে হত্যা করবে। অতএব এই হত্যা পূর্বঘোষিত।

কিন্তু শুধু কি ভিকারিও ভাতৃদ্বয়ের ঘোষণার কথাই বলা হয়েছে শিরোনামে? আর কোনোরকম ঘোষণা ছিল না কোথাও?

ছিল বোধহয়।

ভোরবেলায় শান্তিয়াগো নাসের তাদের রান্নাঘরে বসে দেখেছিল মুলেটো রাধুনি মেয়েটা কেমন করে কেটার পর একটা খরগাশ কেটে তাদের নাড়িভুঁড়িগুলো ছুনে দিচ্ছিল কুকুরের দিকে। নাসেরের এই দৃশ্যে গা গুলিয়ে উঠেছিল। কেন? নাসের নিজে তো শিকারী, কম প্রাণীহত্যা করে না। এই ঘটনাটা উপন্যাসের গোড়ার দিকে। একেবারে শেষে গিয়ে নাসেরের মৃত্যুদৃশ্য বর্ণিত হয়। ততক্ষণে ভিকারিওরা শুয়োর মারা ছুরি দিয়ে তার পেট চিরে দিয়েছে। সেই রান্নাঘরে, সেখানে সকালে খরগোশের নাড়িভুঁড়ি দেখে তা গা গুলিয়ে উঠেছিল।

এও কি একধরণের ফোরটেইল নয়?

এইরকম, নিয়তির ছায়ার মতন কিছু একটা এই উপন্যাসের প্রতিটি পাতায় নেড়েচড়ে বেড়ায়। যে যে কথা এক লহমা পরে বলে। ভিকারিওদের নিবৃত্ত করতে যে দৌড়োয়, ভিকারিওরা তার পথ থেকে নিজেদের অজান্তেই এক লহমা আগে অন্য পথে বাঁক নেয়। সে আর ভিকারিওদের নাগাল পায় না। এমন কি শেষ মুহূর্তে সান্তিয়াগো যখন নিজের বাড়িরই বন্ধ দরজায় মাথা কুটছে, আর তার পেছণ দোতলার ঝুলবারান্দা তাকে মায়ের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে ফেলেছিল। কেন নয়ে নাসের তার বারবারের বাড়ি ঢোকার রাস্তা খিড়কি দরজটার কথা ভুলে গিয়েছিল

মৃত্যু এবং জন্মদ্বার কি এক সুতোয় গাঁথা? অনাহত সান্তিয়াগো নাসের শেষ বারের মতন নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সামনে সামনে যাচ্ছে রাঁধুনির কিশোরী কন্যাটি, যাকে সন্তিয়াগোর যৌন খুনসুটি সইতে হয়। মুলোট মেয়েটির নাম ডিভিনা ফ্লোর। এর পর কিছুটা অংশ মূল থেকে উদ্ধৃত করি।..

"Santiago Nasar went through the shadowy house with long strides...Divina Flor went ahead of him to open the door, trying not to have get ahead of her,...but when she took the bar down, she could not avoid the butcher hawk hand again. He grabbed my whole pussy$, Divina Flor told me.

Someone who was never identified had shoved an envelope under the door with a piece of paper waring Santiago Nasar that they were waiting for him to kill him, and in addition the noterevealed the place, the motive and other quite precise detalis of the plot. The message was on floor when Santiago Nasar left home, but he did not see it, nor did Divina Flor...

কী হত, যদি সান্তিয়াগো এবং ডিভিনার মনোযোগ যৌনবাতাসে কেঁপে না উঠত? তখন তো দরজার সামনে পড়ে থাকা কাগজটা না দেখে চলে যাওয়ার কারণ থাকত না। সাবধান হয়ে যেত সান্ত্রিয়াগো। কিন্তু তা তো হল না।

অনেক কিছুই হয় না। অনেক কিছুই হয়। কিন্তু এমন কিছুই হয় না যার মধ্যে এপিক বিশালতা আছে। মানে, কর্ণের রথচক্র মাটিতে বসে যাওয়ার মতন অমন গ্রান্ডস্কেলে নিয়তি এখানে ক্রিয়াশীল নয়। খুব ছোটো ছোটো দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে দিয়ে, মায়ের ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে, বন্ধুদের সখ্যের ছাউনি ছিঁড়ে ধর্মের দোলাচলে দুলতে দুলতে বাজপাখিকে পোষ মানাতে মানাতে, শিকার করতে করতে, প্রেম করতে করতে সান্তিয়াগো নামে এক আরব - হিস্পানিক যুবক মৃত্যুর অমোঘ জালে জড়িয়ে পড়ে।

বইটা শেষ করার পরে বসে বসে ভাবি, এত ছোট ছোট পাথরের টুকরোর ওপর পা ফেলে ফেলে অমন সমুদ্রের মতন বিরাট বীভৎস মৃত্যুর ঢেউয়ের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়!

এ উপন্যাসে স্ট্রাকচারও এক দেখবার মতন জিনিস। দৈব অনুগ্রহ ছাড়া এরকম স্ট্রাকচার বোনা যায় না। ঘটনাক্রম একবার এগোচ্ছে, একবার পেছোচ্ছে। তেইশ বছর সময়ে প্রতিটা পরতে যেন এক ব্যস্ত মৌমাছির আনাগোনা। আর সঞ্চরণ শুধু তো টাইম-এ নয়, স্পেসে। এই নদীর ধারে তো পরক্ষণেই গ্রামের গলিতে। তার পরেই বড়লোকের বাগান বাড়ির বারান্দায়। একই জানালার ধারে এসে দাঁড়াচ্ছেন কথক তেইশ বছর আগে পরে। দেখছেন একই নারীর দুরকম মুখ। মধুকর গুঞ্জরণে উপন্যাসের ছায়াতল কাঁপছে। সরলরেখা কাকে বলে, মানে লিনিয়ার ন্যারেটিভ, এ উপন্যাস পড়ার পরে তা অনেকক্ষণ মনেই পড়ে না। তবু সবটা মিলে এক দারুণ ডিজাইন। অভিসন্ধি এবং আলপনা উভয় অর্থে 'ডিজাইন' কথাটা ব্যবহার করলাম।

ম্যাজিক রিয়ালিটি নয়, এ হচ্ছে রিয়ালিজম...যা শুধু সত্য বলেই ক্ষান্ত হয় না, সত্য বানায়। যে ঘরানায় উপাখ্যানের শেষ অংশটুকু সব সময়েই লেখা হয় পাঠকের মস্তিষ্কের মধ্যে; তার বোধে আখ্যান অংশ জারিত হওয়ার পরে। এমন কি খুব কৌতুকে লক্ষ করি, এখানে মার্কেজ হঠাৎই কেমন করে তার অভ্যস্ত আয়ুধকে, ম্যাজিক রিয়ালিটিকে, ব্যবহার করতে গিয়েও প্রত্যাহার করে নেন। কথকের মা না কি সব কিছুই আগে থেকে বলে দিতে পারত, আর সান্তিয়াগো তার ধর্মছেলে। এইটুকু জানার পর, যখন সবে ভাবছি...এইরে, আবার সেই ম্যাজিক! মা বোধহয় জেনে ফেলল তার ধর্মছেলে কোথায়, সাবধান করে দিল তাকে— ঠিক তখনই মার্কেজ নিজেকে সম্বরণ করে নেন। আমরা দেখি, মা দৌড়ে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন গলিপথে, যে কোন সাধারণ মায়ের মতই, ছেলেকে ঘাতকের থেকে আড়াল করার জন্যে। কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না ছেলেকে, সান্তিয়াগোকে।

একশো বছরের নীরবতার অহেতুক বাচালতার পরে, স্বৈরাচারীর শরতের অসহ্য প্রাচুর্য পেরিয়ে এসে এই পূর্বানুমিত মৃত্যুর কথকতায় হঠাৎ পাওয়া যায় দারুন একটা রিলিফ। জানি না কাকে বলে ম্যাজিক রিয়ালিটি, জানি না কোনো ইজম। দরকার নেই ও সব পান্ডিত্যের কচকচি। শুধু ভালো লেখা চিনে নিতে অসুবিধে হয় না।

ক্রনিকল অফ এ ডেথ ফোরটোল্ড দারুণ ভালো লেখা।